358160 - ‘ঈমান হলো: মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল’ এর সপক্ষে দলীলসমূহ

প্রশ্ন

আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াত বলি: ঈমান হচ্ছে— মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এই বক্তব্যের দলীল কী?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

আহলুস সুন্নাহর সব আলেম ইজমা (ঐকমত্য) করেছেন যে, ঈমান হলো— কথা ও কাজ। অথবা মুখের কথা, অন্তরের বিশ্বাস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। এই ঐকমত্যের পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর বহু বক্তব্য রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে এগুলো ঈমানের অংশ। বিস্তারিত উত্তরে দলীলগুলোর বিবরণ দেখুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ঈমান হচ্ছে— কথা, কাজ ও বিশ্বাস

আহলুস সুন্নাহর সব আলেম ইজমা (ঐকমত্য) করেছেন যে, ঈমান হলো— কথা ও কাজ। অথবা মুখের কথা, অন্তরের বিশ্বাস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল।

শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘সাহাবী, তাবেয়ী এবং তৎপরবর্তী যে সকল ব্যক্তিকে আমরা পেয়েছি তারা সকলে ইজমা (ঐকমত্য) করেছিলেন যে: ঈমান হচ্ছে— কথা, কাজ ও নিয়ত। তিনটির মাঝে কোনো একটি ছাড়া অন্যটি যথেষ্ট নয়।’[সমাপ্ত][লালাকাঈর উসূলু ই’তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ (৫/৯৫৬), বর্ণনা নং: ১৫৯৩; ইবনে তাইমিয়্যার মাজমুউল ফাতাওয়া (৭/২০৯)]

বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘আমি এক হাজারের বেশি আলেমের কাছ থেকে লিখেছি। আমি শুধু তাদের থেকেই লিখেছি যারা বলেন: ঈমান হচ্ছে— কথা ও কাজের সমষ্টি। যারা বলে: ঈমান (শুধু) কথা, তাদের থেকে আমি লিখিনি।’[সমাপ্ত][লালাকাঈর ‘উসূলু ই’তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ (৫/৯৫৯), বর্ণনা নং: ১৫৯৭]

আবু উবাইদ আল-ক্বাসমে ইবনে সাল্লাম রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘এখানে তাদরে নাম উল্লখে করছি যারা বলনে: ঈমান হচ্ছ— কথা ও কাজ; ঈমান বাড়ে ও কম।’ এরপর তনিি একশ তত্রেশি জন আলমেরে নাম উল্লখে করে বলনে: ‘এরা সবাই বলনে যে ঈমান হচ্ছ— কথা ও কাজ; ঈমান বাড়ে ও কম। এটি আহলুস সুন্নাহর বক্তব্য এবং আমরা এটি অনুযায়ী আমল করি। আল্লাহর কাছে তাওফকি চাইছি।’ ইবনে বাত্তা তার ‘আল-ইবানা’ বইয়ে (২/৮১৪-৮২৬, বর্ণনা নং: ১১১৭) এবং শাইখুল ইসলাম ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ বইয়ে (৭/৩০৯) এটি উদ্ধৃত করনে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যিা রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘ঈমান যে কথা ও কাজ, সে ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীসরে এই ঐকমত্য একাধকি ব্যক্তি বর্ণনা করনে।’[সমাপ্ত][মাজমুউল ফাতাওয়া (৭/৩৩০)]

ঈমান যে কথা ও কাজরে সমষ্টি তার প্রমাণসমূহ

‘কথা’ ও ‘কাজ’ অংশদ্বয় ঈমানরে অবচ্ছিদ্যে অংশ এই মর্মে ইজমার ভত্তিি হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর বহু দললি। তফসলিভিাবে বললে ঈমানরে অংশ চারটি:

১. মুখরে কথা। মুখরে সকল ইবাদতই ঈমানরে অন্তর্ভুক্ত। আর ইসলামরে কালমিা (বাণী): ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ ঈমানরে স্তম্ভ। এই স্তম্ভ ছাড়া ঈমান সঠকি হবে না।

মুখরে কথা যে ঈমানরে অন্তর্ভুক্ত তার প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“তোমেরা বলো: আমরা ঈমান এনছেি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদরে কাছে নাযলি করা হয়ছে; যা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরদরে কাছে নাযলি করা হয়ছেলি এবং যা মুসা, ঈসা ও অন্য নবীদরেকে তাদরে প্রভুর পক্ষ থকেে দওেয়া হয়ছেলি সে সবরে প্রতি। আমরা এই নবীদরে কারো মাঝে কোনো পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁর প্রতি মুসলমি (আত্মসমর্পণকারী)।”[সূরা বাকারা: ১৩৬]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বক্তব্য: “আমাকে হুকুম দয়ো হয়ছেে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষরে সঙ্গে লড়াই করতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বলবে: ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (কোনো উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ্ ছাড়া)। যে ব্যক্তি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (কোনো উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ্ ছাড়া) বলবে সে আমার হাত থকেে নজিরে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে নবিে। তবে ইসলামরে অধকিার ছাড়া। আর তাদরে হসিাব নওেয়ার দায়ত্বি আল্লাহর উপর ন্যস্ত।”[হাদীসটি বুখারী (২৯৪৬) ও মুসলমি (২১) বর্ণনা করনে আবু হুরাইরার সূত্রে]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশী। অথবা ষাটটির কিছু বেশী। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে— 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (কোনো উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ্ ছাড়া) এই কথা বলা। আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে— রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।"[হাদীসটি বুখারী (৯) ও মুসলিম (৩৫) বর্ণনা করেন; বর্ণনাটি তার]

২. অন্তরের কথা। এটি হচ্ছে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। অন্তরের কথা যে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, এর প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী:

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ

"আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমান লিখে দিয়েছেন (সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন)।"[সূরা মুজাদালাহ: ২২]

আর তাঁর বাণী:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

"আসলে মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর (এ ব্যাপারে কোনো) সন্দেহে পোষণ করেনি। আর নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারাই হলো সত্যবাদী।"[সূরা হুজুরাত: ১৫]

এবং ঈমানের পরিচয় সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "তুমি আল্লাহ, ফেরেশতারা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস, ভালো-মন্দ তাকদীরের উপর ঈমান আনা।"[হাদীসটি মুসলিম (৮) বর্ণনা করেন। হাদীসের পাঠ তার। বর্ণনাকারী উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আর বুখারীতে (৫০) হাদীসটি আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত]

এছাড়া শাফায়াতের হাদীসে রয়েছে: "... আমি বলব: উম্মাতী, উম্মাতী! (আমার উম্মত, আমার উম্মত)। বলা হবে: আপনি যান। যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট থাকবে তাকেও জাহান্নাম থেকে মুক্ত করুন। এরপর আমি যাব।"[হাদীসটি বুখারী (৭৫১০) ও মুসলিম (১৯৩) বর্ণনা করেন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে]

৩. অন্তরের আমল। এটি হলো একনিষ্ঠতা, সমর্পণ, ভীতি, আশা ও ভালোবাসা। এটি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দলীল হলো আল্লাহর বাণী:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"মুমিন তো তারাই, আল্লাহর কথা আলোচিত হলে যাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা

হলে যাদরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদরে প্রভুর উপরই ভরসা করে।"[সূরা আনফাল: ২-৪] অন্তর ভীত হওয়া অন্তররে এক প্রকার আমল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে:

"ঈমানরে শাখা সত্তরটরিও কছিু বশেী। অথবা ষাটটরি কছিু বশেী। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে— 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (কোনো উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ্ ছাড়া) এই কথা বলা। আর এর সর্বনম্নি শাখা হচ্ছে— রাস্তা থকেে কষ্টদায়ক বস্তু সরয়িে ফলো। আর লজ্জা ঈমানরে একটি বশিষে শাখা।"[হাদীসটি বুখারী (৯) ও মুসলমি (৩৫) বর্ণনা করনে। হাদীসরে পাঠ মুসলমিরে। বর্ণনা করছেনে আবু হুরাইরা] সুতরাং লজ্জা অন্তররে একটি আমল। আর হাদীসটি আরো প্রমাণ করে যে মুখরে কথা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে আমল ঈমানরে অন্তর্ভুক্ত যমেনটি ইতঃপূর্বে বলা হয়ছে।

আনাস ইবনে মালকে রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে লোকরে মধ্যে তনিটি গুণরে সমাবশে ঘটে সে ঈমানরে প্রকৃত স্বাদ পায়। (১) তার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে ভালবাসা দুনয়িার সকল কছিু হতে অধকি প্রয়ি। (২) যে লোক কোন মানুষকে কবেলমাত্র আল্লাহর উদ্দশেইে ভালবাসে। (৩) যে লোক কুফরী হতে নাজাতপ্রাপ্ত হয়ে ঈমান ও ইসলামরে আলো গ্রহণ করার পর পুনরায় কুফরীতে ফরিে যাওয়াকে এত অপছন্দ করে যমেন আগুনে নক্ষিপ্তি হওয়াকে অপছন্দ কর।"[হাদীসটি বুখারী (১৬) ও মুসলমি (৪৩) বর্ণনা করনে]

আর এটি সুবদিতি যে ভালোবাসা ও ঘৃণা অন্তররে আমল। হাদীসে এ আমলগুলোকে ঈমানরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ছে। বরং যে সমস্ত বষিয়রে মাধ্যমে বান্দা ঈমানরে স্বাদ পায় তার একটি হলো এটি।

৪. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে আমল। যমেন: পবত্রিতা, নামায, রোযা, হজ্জ ও জহিাদ প্রভৃতি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে আমল যে ঈমানরে অন্তর্ভুক্ত তার প্রমাণ হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

"অথচ তাদরেকে এই আদশেই দওেয়া হয়ছেলি যে, দ্বীনকে কবেল তাঁরই জন্য নবিদেতি করে একনষ্ঠিভাবে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং নামায কায়মে করবে ও যাকাত দবিে। আর এটইি তো সঠকি দ্বীন।"[সূরা বাইয়্যনিাহ: ৫]

আর তাঁর বাণী:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

"আসলে মুমনি তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বশ্বিাস করে, অতঃপর (এ ব্যাপারে কোনো) সন্দহে পোষণ করে না।

আর নজিদেরে জীবন ও সম্পদ দয়িে আল্লাহর পথে জহিাদ করে। তারাই হলো সত্যবাদী।”[সূরা হুজুরাত: ১৫] আর জহিাদ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে আমলরে অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“মুমনি তো তারাই, আল্লাহর কথা আলোচতি হলে যাদরে অন্তরে ভীতরি সঞ্চার হয় এবং তাঁর আয়াতসমূহ তলোওয়াত করা হলে যাদরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদরে প্রভুর উপরই ভরসা করে। যারা সালাত কায়মে করে এবং আমি তাদরেকে যে রযিকি দয়িছে, তা হতে ব্যয় করে। তারাই প্রকৃত মুমনি। তাদরে জন্য রয়ছেে তাদরে রবরে নকিট উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রযিকি।”[সূরা আনফাল: ২-৪]

নামায পড়া ও যাকাত প্রদান করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে আমল, যগেুলোকে এখানে ঈমান হসিবেে গণ্য করা হয়ছে।ে

এছাড়াও রয়ছেে আল্লাহর বাণী:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

“আল্লাহ তোমাদরে ঈমান (নামায) নষ্ট করতে পারনে না।”[সূরা বাকারা: ১৪৩] অর্থাৎ বাইতুল মাকদসি অভমিুখে তোমাদরে নামায।

ইমাম বুখারী তার সহীহ (১/১৬) গ্রন্থে এই আয়াতরে শরিোনাম দয়িছেনে: ‘পরচ্ছিদে: নামায ঈমানরে অন্তর্ভুক্ত’।

আরো রয়ছেে আব্দ কাইস গোত্ররে প্রতনিধিকিে উদ্দশ্যে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে হাদীস: “আমি তোমাদরেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নর্দিশে দচ্ছি। তোমেরা কি জানো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কাকে বলে? তা হলো: এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, কোনো উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া, সালাত কায়মে করা, যাকাত প্রদান করা, গনীমতরে মালরে এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা।”[হাদীসটি বর্ণনা করনে বুখারী (৭৫৫৬) ও মুসলমি (১৭), ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহুমার সূত্রে]

এ সম্পর্কতি দলীল-প্রমাণ অসংখ্য। আর এ ব্যাপারে সংঘটতি ইজমাগুলোও মশহুর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।